বিষয়বস্তুঃ শামায়েলে নববী

জুমাদাল উখরার চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৭ জুমাদাল উখরা ১৪৪৪ হিজরী, ২০ জানুয়ারী ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

ক্রমিক নং ৮২

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمِ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ জুমাদাল উখরা মাসের ২৭ তারিখ, শেষ জুমুআ। আজ আমরা "শামায়েলে নববী" সম্পর্কে আলোচনা করব। "শামায়েলে নববী" মানে হল, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে কেমন ছিলেন এবং তাঁর চালচলন ও আচার-ব্যবহার কেমন ছিল। এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ইসলামের শত্রুরা এতদিন পর্যন্ত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আক্রমণ

করেছে কিন্তু তারা নবীজির চরিত্রের উপর কোন প্রকার আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। তবে বর্তমান কিছু মানুষ নবীজির পূত ও পবিত্র ব্যক্তিত্বের উপর আক্রমণ করতে শুরু করেছে। অথচ তাঁর পুরো জীবনটাই নিখুঁত ও বিশ্ববাসীর জন্য অনুসরণীয়। আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবের ২১ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

আয়াতের মর্মানুবাদঃ যারা কিয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে (সম্মান পাওয়ার) আশায় আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে, তাদের জন্য রসূলুল্লাহর জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে। সুধীবৃন্দ ! যাইহোক, আজ আমরা আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ৪টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ ! (১) নবীজির দৈহিক গঠন কেমন ছিল ? (২) নবীজির পারিবারিক জীবন। (৩) নবীজির আচার-ব্যবহার। (৪) নবীজিকে স্বপ্নে দেখা।

প্রথম বিষয়ঃ নবীজির দৈহিক গঠন কেমন ছিল ?

অর্থাৎ, তিনি দেখতে কেমন ছিলেন ? মনে রাখবেন,

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন আচার-ব্যবহার, চাল চলন ও আদর্শ চরিত্রের দিক দিয়ে বিশ্ববাসীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি তাঁর দৈহিক গঠন বা আকার-আকৃতিও ছিল সবচেয়ে সুন্দর। নবীজি দেখতে কত সুন্দর ছিলেন, তা মুখের ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। আর ক্যামেরা তাঁর ছবি ধারণ করতে অক্ষম। এজন্যই কোথাও তাঁর কোন ছবি দেখতে পাওয়া যায় না।

কোন লেখক তার লেখনীতে, কোন বক্তা তার বক্তব্যে, নবীজির আকার-আকৃতি ও রূপ-রেখা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না। তবুও নবী প্রেমিক সাহাবা রযিয়াল্লাহু আনহুম যেমন নবীজির কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম নিখুঁত ভাবে উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তেমনি তাঁরা সাধ্যানুযায়ী নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈহিক গঠন ও সৌন্দর্যতা বর্ণনা করে গেছেন। এটা আমাদের প্রতি সাহাবায়ে কেরামদের মস্তবড় অবদান।

নবীজি দেখতে কেমন ছিলেন, তাঁর দেহ মুবারকের রং কেমন ছিল, হাত-পা কেমন ছিল, তাঁর চলাফেরা,

ওঠাবসা কেমন ছিল, এসব বিষয় হাদীসে সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রহ) 'শামায়েল' নামক কিতাবে এ সবকিছু বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ১০ বছর খাদিম, হযরত আনাস (রযি) নবীজির শারীরিক গঠন বর্ণনা করে বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি লম্বা ছিলেন না আবার বেঁটেও ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মধ্যাকৃতির মানুষ। তাঁর গায়ের বং চুনের মত সাদা ছিল না আবার একেবারে গোধূম বর্ণও ছিলেন না। তাঁর গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল। তাঁর চুল মুবারক সোজাও ছিল না আবার সম্পূর্ণ কোঁকড়ানোও ছিল না। সামান্য ঢেউ খেলানো কোঁকড়ানো ছিল। শামায়েলে তিরমিযীর ১ নম্বর হাদীসে এ সব কথা বর্ণিত আছে।

হযরত বারা ইবনে আযিব (রযি) বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝারি গোছের মানুষ ছিলেন। তাঁর দুই কাঁধ অন্যান্যদের তুলনায় বেশি প্রশস্ত ছিল। তাঁর চেহারা মুবারক পূর্ণিমার চাঁদের মত

উজ্জ্বল ও কিছুটা গোলাকার ছিল। হযরত বারা (রযি) বলেছেনঃ নবীজির চেয়ে সুন্দর চেহারা আমি কাউকে দেখিনি।

ভাই সকল ! নবীজির কপাল ছিল প্রশস্ত। আর মাথা মুবারক ছিল বড়। মাথার চুল যখন লম্বা হয়ে যেত, তখন কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যেত। গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল ও চকচকে, সাদা লাল মিশ্রিত। তাঁর চোখ দু'টি ডাগর লম্বা ও গাঢ় কালো ছিল। ভ্রূ ছিল সরু, লম্বা ও ঘন। তাঁর ভ্রু জোড়া ছিল না, পৃথক পৃথক ছিল। দুই ভ্রূর মাঝখানে একটি রগ ছিল, তিনি অসন্তুষ্ট হলে যে রগটি মোটা হয়ে যেত।

নবীজির নাক ছিল কিছুটা উঁচু। নাকে একটা নূর চমকাতো। যে নূরের কারণে তাঁর নাক বড় মনে হত। কিন্তু গভীর ভাবে উপলব্ধি করলে মনে হত যে, আসলে তাঁর নাক উঁচু নয়। তাঁর দাড়ি মুবারক ছিল ঘন। গাল ছিল মসৃণ ও অল্প মাংস বিশিষ্ট। মুখমণ্ডল ছিল বড়।

নবীজির দাঁত সম্পর্কে সাহাবারা বলেছেনঃ তাঁর দাঁত সরু ও চকচকে ছিল। সামনের দুই দাঁতের মাঝখানে সামান্য ফাঁক ছিল। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন মনে হত যেন দাঁতের ফাঁক থেকে নূর ঝরে পড়ছে।

নবীজির বুক থেকে নাভি পর্যন্ত লোমের সরু একটি রেখা ছিল। আর তাঁর গলা ছিল সুন্দর ও মসৃণ, রূপোর মত স্বচ্ছ ও চকচকে। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ একটু মোটা ছিল। পেট ও বুক সমতল ছিল। তবে বুক ছিল চওড়া। বুকের দু'দিকে এবং পেটে লোম ছিল না। তবে দুই হাত, কাঁধ ও বুকের উপরিভাগে কিছুটা লোম ছিল। নবীজির হাত প্রশস্ত এবং হাতের তালু চওড়া ছিল। দুই হাত ও পা মাংসল ছিল। হাত ও পায়ের আঙুল পরিমিত লম্বা ছিল। পা মসৃণ ছিল এবং পায়ের তলা ছিল বেশ গভীর। মসৃণ হওয়ার কারণে পায়ে পানি দাড়াতো না, পানি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যেত। তাঁর শরীরের জয়েন্টগুলি মোটা ছিল। শামায়েলে তিরমিযীর ৭, ৮ ও ১৫ নম্বর হাদীসে এ সব কথা বর্ণিত আছে।

সম্মানিত উপস্থিতি ! এবার আমরা জেনে নিই নবীজি কেমন করে হাঁটতেনঃ হযরত আনাস (রযি) বলেছেনঃ إِذَا مَشٰى يَتَكَفَّأُ "হাঁটার সময় তিনি সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে হাঁটতেন।" মুহাদ্দিসগণ يَتَكَفَّأُ শব্দটির তিন রকম অর্থ বর্ণনা করেছেনঃ (১) সামনের দিকে ঝুঁকে চলা। (২) সজোরে পা উঠিয়ে চলা। (৩) দ্রুত চলা। আসলে নবীজির চলার মধ্যে এ সব গুণ বিদ্যমান ছিল।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলার সময় কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন। কেননা, এভাবে চলা বিনয়ের নিদর্শন। তিনি অহংকারীদের মত বুক উঁচু করে চলতেন না। অনুরূপভাবে, তিনি চলার সময় জোরে পা উঠাতেন। তবে মাটিতে পা আস্তে ফেলতেন। আর তিনি দ্রুত চলতেন। إِذَا مَشٰى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ "যখন চলতেন, তখন মনে হত তিনি নিচের দিকে অবতরণ করছেন।"

নবীজির সার্বিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রযি) বলেছেনঃ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى القَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ القَمَرِ

আমি একবার জ্যোৎস্না রাতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখছিলাম। তিনি তখন লাল রেখা বিশিষ্ট চাদর ও লুঙ্গি পরেছিলেন। আমি একবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম আর একবার নবীজির দিকে তাকাচ্ছিলাম। অবশেষে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম যে, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর। সুনানে তিরমিযীর ২৮১১ নম্বরে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

নবীজির দেহ মুবারক ছিল খুবই সুবাস ও কোমল। এ সম্পর্কে সহীহ মুসলিমের ২৩৩০ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) বলেছেনঃ

مَا شَمَمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ، وَلَا مِسْكًا، وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيبَاجًا، وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“আমি আম্বর ও মেশ্‌ক বা অন্য কোন জিনিসের মধ্যে কখনও এমন সুগন্ধ পায়নি, যা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ মুবারকে পেয়েছি। আর নবীজির দেহের চেয়ে কোমল, কোন রেশম কিংবা অন্য কোন মোলায়েম জিনিস আমি কখনও স্পর্শ করিনি।”

হযরত আনাস (রযি) আরও বলেছেনঃ একবার নবীজি আমাদের বাড়িতে এসে বিশ্রাম করছিলেন। তিনি তখন ঘাম অবস্থায় ছিলেন। আমার মা একটি শিশি নিয়ে নবীজির ঘাম মুছে তাতে রেখেছিলেন। নবীজি জেগে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মে সুলাইম ! একী করছ ? আমার মা তখন বলেছিলেনঃ আমি আপনার ঘাম সংগ্রহ করছি। আপনার এ ঘাম আমরা আমাদের সুগন্ধিতে মিশিয়ে দেব। এটা সহীহ মুসলিমের ২৩৩১ নম্বর হাদীস।

ভাই সকল ! আমি শুরুতে বলেছি যে, আজ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ৪টি বিষয়ে আলোচনা করব। এ পর্যন্ত একটি বিষয়ের সম্পূর্ণ হল। এবার দ্বিতীয় বিষয়ঃ নবীজির পারিবারিক জীবন।

হযরত আইশা (রযি)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘরে থাকতেন, তখন বাড়ির লোকদের সাথে তাঁর ব্যবহার কেমন হত? উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের সাথে নম্র-মধুর ও ভদ্র ব্যবহার করতেন। তাবাকাতে ইবনে সা'দের ১ম খণ্ডের ২৭৪ নম্বর পৃষ্ঠায় এ কথা লেখা আছে।

বিশিষ্ট তাবিয়ী আসওয়াদ (রহ) বলেছেনঃ আমি হযরত আইশা (রযি)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়িতে কী করতেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ

كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

তিনি বাড়ির কাজ-কর্ম করতেন। আর যখন নামাযের সময় হত, তখন নামাযের জন্য চলে যেতেন। এটা সহীহ বুখারীর ৬০৩৯ নম্বর হাদীস।

'আখলাকুন নবী' নামক কিতাবের ১২ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত উরওয়াহ (রহ) বলেছেনঃ আমি

হযরত আইশা (রযি)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবীজি বাড়িতে কী করতেন? তিনি বলেছিলেনঃ

يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ

নিজের কাপড় সেলাই করতেন। নিজের জুতো নিজেই সেলাই করতেন। লোকেরা যেমন বাড়িতে কাজ-কর্ম করে থাকে, নবীজিও তেমন করতেন।

তৃতীয় বিষয়ঃ নবীজির আচার-ব্যবহার

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচার-ব্যবহার, আখলাক-চরিত্র ছিল অসাধারণ ও অপূর্ব। সূরা কলমের ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করে বলেছেনঃ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ "নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।"

সুধীবৃন্দ ! মু'মিন হোক বা কাফির, যারা নবীজিকে দেখেছেন বা তাঁর সাথে অবস্থান করেছেন, তারা নবীজির চাল-চলন ও আখলাক চরিত্রের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। সহীহ মুসলিমের ২৩০৯ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) বলেছেনঃ আমি ১০ বছর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমত করেছি। আল্লাহর কসম ! তিনি কখনও আমাকে 'উহ্' শব্দও বলেন নি এবং কোন সময় আমাকে বলেননি যে, এটা কেন করলে ? কিংবা এটা কেন করলে না ? এটা নবীজির দীর্ঘ ১০বছরের খাদিমের রিপোর্ট। সুবহানাল্লাহ !

যারা নবীজির সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করেছে, কিংবা তাঁর কোন ক্ষতি করেছে, তাদের থেকে তিনি কোন প্রতিশোধ নেননি। সহীহ মুসলিমের ২৩২৭ নম্বর হাদীসে আইশা (রযি) হতে এ কথা বর্ণিত আছে।

তিনি সকলের সাথে নম্র-মধুর ব্যবহার করতেন। ছোট-বড়, সাধারণ ব্যক্তি হোক কিংবা সম্মানিত, যে কেউ তাঁর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করলে তিনি তার সাথে কথা বলতেন। কোন কিছু দাবী করলে তিনি তা পূরণ করার চেষ্টা করতেন। এটা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

কোন খারাপ লোকও যদি নবীজির সাথে দেখা করতে বা কথা বলতে চাইত, তিনি তার সাথেও ভালভাবে কথা বলতেন। হযরত আইশা (রযি) বর্ণনা করেছেন,

একবার একব্যক্তি নবীজির সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চেয়েছিল। নবীজি তখন বলেছিলেনঃ এ লোকটি হল বংশের খারাপ মানুষ। তারপর তাকে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। লোকটি উপস্থিত হলে নবীজি তার সাথে খুব নম্র ভাষায় কথা বলেছিলেন। হযরত আইশা বলেনঃ তার চলে যাওয়ার পর আমি নবীজিকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি তো তাকে বংশের খারাপ মানুষ বললেন। তারপর আবার তার সাথে এত নম্রতার সাথে কথা বললেন ! তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ হে আইশা ! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ বলে সেই ব্যক্তি বিবেচিত হবে, যার কর্কশ ভাষার কারণে মানুষ তাকে বর্জন করে। এ হাদীসটি সুনানে আবূ দাউদের ৪৭৯১ নম্বরে বর্ণিত আছে।

চতুর্থ ও শেষ বিষয়ঃ নবীজিকে স্বপ্নে দেখা ।

যারা নবীজিকে ঈমান অবস্থায় চোখে দেখেছেন, তারা মহা সৌভাগ্যবান। এখন আর দুনিয়াতে নবীজিকে চামড়ার

এ চোখে দেখা সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ তায়ালা যাকে চান, তাকে স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার নসীব করেন। আর এটাও বড় সৌভাগ্যের বিষয়। কেউ যদি নবীজিকে স্বপ্নে দেখে, তবে সে সত্যিকারে নবীজিকে দেখেছে। এ সম্পর্কে স্বয়ং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ رَأَنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَنِيْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِيْ صُوْرَتِي

“যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই দেখেছে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।” সহীহ বুখারীর ৬১৯৭ নম্বরে এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে।

মনে রাখবেন, মুহাদ্দিসগণ বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে তাঁর জীবদ্দশায় যেমন শয়তানের প্রভাব থেকে হেফাযত রেখেছিলেন, অনুরূপভাবে তাঁর ওফাতের পরও তাঁকে শয়তানের প্রভাব মুক্ত রেখেছেন। তাই শয়তান নবীর আকার ধারণ করতে পারে না। এটা তাঁর অন্যতম

বৈশিষ্ট্য। যাইহোক, আজকের মত বয়ান এখানেই ইতি করছি।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল

নির্দেশনা

বয়ানের এ pdf কপিটি আপনাকে আমানত স্বরূপ দেওয়া হল। আশারাখি, আপনি এটি শেয়ার করে আমানতে খিয়ানত করবেন না। আপনি অন্যান্য ইমাম ও খতীবগণকে আমাদের www.jamianumania.com ওয়েব সাইটে সংযুক্ত হতে সহযোগিতা করুন। - কর্তৃপক্ষ